ইত্তেফাক
৩০-৭-০৯

রাজধানী ঢাকা

ঢাকার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা

ড. এম. আজিজুর রহমান

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ যার প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৫০ জন লোক বাস করে। আর এ দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর ঢাকা। শুধু ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা কমবেশি প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ যা ৬০ লক্ষ লোকের পুরো সিংগাপুরের জনসংখ্যারও দ্বিগুণ। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে এবং ২০ ভাগ শহরে বাস করে। Rural-to-Urban migration দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় শহরায়ন বৃদ্ধির হার বাংলাদেশে বেশি হওয়া সত্ত্বেও শুধু Rural-to-Urban migration বেশি হওয়ার কারণে আমাদের শহরে বসবাসরত জনসংখ্যার ঘনত্ব আগের মতই রয়ে গিয়েছে। এর বড় কারণ গ্রামে-গঞ্জে নিয়োগ সুবিধার অভাব, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নাগরিক সুবিধার অপ্রতুলতা। জনপদ ও আবাস ভূমির সমস্যা ঢাকায় দিন দিন বেড়ে চলেছে। জনপদ ও আবাসন সমস্যা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা ঢাকা নগরবাসীদের জন্যে প্রতিনিয়ত এবং প্রতিবছর অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। বায়ুদূষণ, জলাবদ্ধতা ও জলনিষ্কাশন সমস্যা, পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রম ও এর সমন্বয়ের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে আবর্জনা নিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানির অভাব, জলজ নিষ্কাশন, পয়ঃপ্রণালী ও পয়ঃনিষ্কাশনের জটিলতা, বিনোদন ও চিত্তবিনোদনের উন্মুক্ত পরিবেশের অনুপস্থিতি। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ বিশেষ করে ঢাকা শহরের প্রত্যাশিত সার্বিক পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পরিমণ্ডলের সমস্যা, ঢাকা শহরের জলাশয়, লেক, পানি সংরক্ষণ, উন্মুক্ত খোলামেলা জায়গা রক্ষা করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি এই ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা শহরের উন্মুক্ত আকাশের নিচে শ্বাস-প্রশ্বাস, উন্মুক্ত পরিবেশ রক্ষাকল্পে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের নিঃসরণ, প্রাকৃতিক নিয়মে Flood flow zone এ কৃত্রিমভাবে পানি চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি ঢাকার জনজীবনের জন্যে অত্যাবশ্যক।

ঢাকা শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি অতি সম্প্রতি বিভিন্নভাবে বাধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। মানুষের জীবন, জীবিকা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে ঢাকা শহরে উন্মুক্ত আকাশ ও স্থানের বড়ই অভাব। গ্রাম ও মফস্বল থেকে ঢাকায় migration, অন্যান্য শহর এবং গ্রামের তুলনায় ঢাকা শহরে চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহজলভ্যতা, সর্বোপরি ভূমিদস্যু কর্তৃক ভূমি গ্রাস, দুর্নীতি, নেতিবাচক স্বার্থপরতার দরুন অবৈধভাবে অনেক বেশি জায়গা নিজ দখলে রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন দুরূহ চেষ্টা বা অপচেষ্টা ঢাকা শহরের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল রক্ষণাবেক্ষণের পরিপন্থি। অধিকন্তু ঢাকা শহরের অপরিকল্পিত উন্নয়ন, গতানুগতিক ও সেকেলে চিন্তাভাবনা, সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতার অভাব, দ্বিধাসংকোচ, অপরিকল্পিতভাবে শিল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আরও বিভিন্ন বিষয় বিভিন্নভাবে ঢাকা শহরের পরিবেশ দূষণের জন্যে দায়ী। ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের পূর্ববর্তী ১৯৫১ সালে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার মাত্র বা তাঁরও নিচে যা বাড়তে বাড়তে ২০০৯ সালে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২৫ লাখে। যা গত ৫৮ বছরে ২০০৯ সাল অবধি ৩,৬২০ গুণ বেড়েছে। গত ৫৮ বৎসর ধরে প্রতিবছরে শতকরা ৬২.৪১ ভাগ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা শহরে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইতিহাসে বিরল। অন্য কথায় পরিবেশ সংক্রান্ত TI Act-1953 বহু আগেই বাতিল হয়ে নতুন আইন হওয়া উচিত ছিল, তা কেন হয়নি শিক্ষিত সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠী তা ভেবে দেখবে। তাছাড়াও শহর, আবাসিক, অনাবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, রাস্তাঘাট, এয়ারপোর্ট, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিস-আদালত, বিভিন্ন দপ্তর ও পরিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন ও চিত্ত-বিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুন্দর ও যত্নশীল পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। ঢাকা শহরের পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ঢাকার পরিবেশগত সমস্যা ক্রমশ বেড়েই চলছে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা, পরিবেশ ও পরিবেশগতভাবে সুস্থ থাকা ও সুস্থভাবে জীবন-যাপন করার বৃহত্তর স্বার্থে ১৫ কোটি জনসংখ্যার ছোট এই নদীমাতৃক ও জনবহুল ঘনবসতির বাংলাদেশ এবং ঢাকা শহরের ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করা যাবে তা নিয়ে এখন অবশ্যই বাস্তবমুখী পরিবেশগত চিন্তা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

[লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]